WBBSE 2026 Class 10 First Language Question Paper with Solutions

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :
“ছদ্মবেশে সেদিন হারিয়ে রোজগার মদ হুলিনী”— কোন ছদ্মবেশে ?
(A) পুলিশ

(B) পাগল

(C) বাহিরে

(D) বেয়ারাগী

Correct Answer: (C) বাহিরে

Solution:
ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত পংক্তিটি কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে প্রতীকী অর্থে। এখানে “ছদ্মবেশ” বলতে বাহ্যিক রূপ বা সামাজিক পরিচয়ের আড়াল বোঝানো হয়েছে। কবিতায় হুলিনী বাহ্যিকভাবে বাহিরে অবস্থান করলেও ভেতরে সে সংগ্রামী ও সচেতন সত্তা।
অতএব, সঠিক উত্তর হলো বাহিরে।

Quick Tip

কবিতার পংক্তি থেকে প্রশ্ন এলে শব্দের প্রতীকী অর্থ খেয়াল করো।

1.2 “আমি বারো তারিখ ধরেছি মানুষ”— কবিতার মানুষটি কে ?
(A) বাদল

(B) গিরিশ মুখার্জ

(C) জগদীশবাবু

(D) নিমাইবাবু

Correct Answer: (C) জগদীশবাবু

Solution:
ব্যাখ্যা: উক্ত পংক্তিতে কবি নির্দিষ্ট একটি চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের সাধারণ মানুষের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। কবিতার প্রেক্ষাপটে জগদীশবাবু সেই মানুষ, যিনি সময়, সমাজ ও মানবিকতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
সুতরাং, সঠিক উত্তর হলো জগদীশবাবু।

Quick Tip

কবিতাভিত্তিক প্রশ্নে চরিত্রের নাম মনে রাখতে কবিতার প্রেক্ষাপট ও মূল বক্তব্য বুঝে পড়ো।

1.4 “আমাদের ডান পাশে বন
আমাদের বাঁয়ে ——”
(A) সমুদ্র

(B) গিরিবাঁধ

(C) পর্বত

(D) জনপদ

Correct Answer: (D) জনপদ

Solution:
ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত পংক্তিতে কবি ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থানকে পাশাপাশি তুলে ধরেছেন। "ডান পাশে বন" বলতে প্রাকৃতিক পরিবেশ বোঝানো হয়েছে এবং তার বিপরীতে "বাঁয়ে জনপদ" দ্বারা মানববসতি বা সভ্য সমাজের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
এই বিরোধী চিত্রকল্প (প্রকৃতি বনাম মানবসমাজ) কবিতার ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অতএব, শূন্যস্থানে বসবে জনপদ।

Quick Tip

কবিতার শূন্যস্থান পূরণে প্রায়ই বিরোধী বা পরিপূরক চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়—এটি খেয়াল রাখো।

1.5 "ধূসরলালসা" কবিতার উৎসগ্রন্থ —
(A) অগ্নিবীণা

(B) সাম্যবাদী

(C) প্রলয়শিখা

(D) সর্বহারা

Correct Answer: (C) প্রলয়শিখা

Solution:
ব্যাখ্যা: "ধূসরলালসা" কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত কাব্যগ্রন্থ প্রলয়শিখা-এর অন্তর্ভুক্ত। এই কাব্যগ্রন্থে কবি বিদ্রোহ, শোষণবিরোধী চেতনা ও সামাজিক প্রতিবাদের ভাব প্রকাশ করেছেন।
অতএব, সঠিক উত্তর হলো প্রলয়শিখা।

Quick Tip

নজরুলের কবিতা-ভিত্তিক প্রশ্নে কবিতার সঙ্গে কাব্যগ্রন্থের নাম মিলিয়ে পড়া জরুরি।

1.6 কৃষকের দেহ কোথায় ভূপতিত ?
(A) গঙ্গা তীরে

(B) যমুনা তীরে

(C) সিন্ধু তীরে

(D) সরস্বতী তীরে

Correct Answer: (B) যমুনা তীরে

Solution:
ব্যাখ্যা: কবিতায় কৃষকের জীবনসংগ্রাম ও মৃত্যুর বেদনা চিত্রিত করতে কবি উল্লেখ করেছেন যে কৃষকের দেহ যমুনা তীরে ভূপতিত। এটি গ্রামীণ জীবন ও নদীকেন্দ্রিক শ্রমজীবী মানুষের করুণ বাস্তবতাকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরে।

সুতরাং, সঠিক উত্তর হলো যমুনা তীরে।

Quick Tip

কবিতার প্রশ্নে নির্দিষ্ট শব্দ বা পংক্তি হুবহু মনে রাখলে উত্তর সহজ হয়।

1.8 “শিবের কলঙ্কের মান মর্যাদা বাঁচিতে রেখেছিলেম একমাত্র ————”
(A) অন্নদাশঙ্কর রায়

(B) সুভাষ মুখোপাধ্যায়

(C) সুকুমার রায়

(D) সত্যজিৎ রায়

Correct Answer: (B) সুভাষ মুখোপাধ্যায়

Solution:
ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত পংক্তিটি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। কবির কবিতায় সামাজিক দায়বদ্ধতা, আত্মমর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রশ্ন বারবার উঠে এসেছে। এই পংক্তিতেও মর্যাদা ও আদর্শ রক্ষার ভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।
অতএব, সঠিক উত্তর হলো সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

Quick Tip

কবিতার উদ্ধৃতি এলে কবির ভাবধারা ও বিষয়বস্তু মিলিয়ে উত্তর নির্ধারণ করো।

1.9 পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য হল —
(A) কোনো বিষয়কে বর্ণনা করা

(B) অর্থ সুস্পষ্ট করা

(C) ভাষার সংক্ষেপে অর্থ সুস্পষ্ট করা

(D) অর্থের ব্যাখ্যা দেওয়া

Correct Answer: (C) ভাষার সংক্ষেপে অর্থ সুস্পষ্ট করা

Solution:
ব্যাখ্যা: পরিচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য হলো কোনো বিষয়কে সংক্ষিপ্ত, সুসংগঠিত ও স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা। এর মাধ্যমে পাঠক সহজে মূল বক্তব্য বুঝতে পারে।
সুতরাং, পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য হলো ভাষার সংক্ষেপে অর্থ সুস্পষ্ট করা।

Quick Tip

ব্যাকরণভিত্তিক প্রশ্নে আগে সংজ্ঞা মনে করো—তাহলেই উত্তর সহজ হবে।

1.11 বাক্যে কর্তা ও ক্রিয়া যদি একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয় তবে সেই কর্তার নাম হলো —
(A) উক্ত কর্তা

(B) সহযোগী কর্তা

(C) সমাপেক্ষ কর্তা

(D) প্রযোজক কর্তা

Correct Answer: (B) সহযোগী কর্তা

Solution:
ব্যাখ্যা: যে বাক্যে কর্তা ও ক্রিয়া একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়, সেই কর্তাকে ব্যাকরণে সহযোগী কর্তা বলা হয়।
উদাহরণ: "সে হেসে উঠল" — এখানে 'হেসে' (কর্তা-সম্পর্কিত) এবং 'উঠল' একই ধাতু থেকে গঠিত।
অতএব, সঠিক উত্তর হলো সহযোগী কর্তা।

Quick Tip

কর্তা ও ক্রিয়ার ধাতু একই হলে সহযোগী কর্তা।

1.12 যে সমাসের সাধারণ নিয়মে ব্যাসবাক্য হয় না কিংবা ব্যাসবাক্য নির্ণয় করতে গেলে অন্য পদের প্রয়োজন হয়, সেই সমাসটির নাম —
(A) ধর্ম সমাস

(B) দ্বিগু সমাস

(C) আলোক সমাস

(D) নিত্য সমাস

Correct Answer: (D) নিত্য সমাস

Solution:
ব্যাখ্যা: যে সমাসে সাধারণ নিয়মে ব্যাসবাক্য করা যায় না, অথবা ব্যাসবাক্য করতে গেলে অতিরিক্ত শব্দ বা পদের প্রয়োজন হয়, সে ধরনের সমাসকে বলা হয় নিত্য সমাস।
নিত্য সমাসে শব্দটি ভাষায় প্রচলিত ও স্থায়ী রূপে ব্যবহৃত হয়।
অতএব, সঠিক উত্তর হলো নিত্য সমাস।

Quick Tip

যে সমাসের ব্যাসবাক্য সহজে করা যায় না নিত্য সমাস।

1.13 "স্বল্পশক্তি" — পদটির সমাস হল —
(A) কর্ম তৎপুরুষ

(B) নির্দিষ্ট তৎপুরুষ

(C) ব্যস্তি তৎপুরুষ

(D) অপাদান তৎপুরুষ

Correct Answer: (A) কর্ম তৎপুরুষ

Solution:
ব্যাখ্যা: “স্বল্পশক্তি” শব্দটি গঠিত হয়েছে স্বল্প + শক্তি দ্বারা, অর্থাৎ যার শক্তি স্বল্প।
এখানে প্রথম পদটি (স্বল্প) দ্বিতীয় পদকে (শক্তি) বিশেষণ করছে। এই ধরনের সমাসকে বলা হয় কর্মধারয় তৎপুরুষ সমাস (প্রশ্নে সংক্ষেপে কর্ম তৎপুরুষ বলা হয়েছে)।
অতএব, সঠিক উত্তর হলো কর্ম তৎপুরুষ।

Quick Tip

যেখানে প্রথম পদ দ্বিতীয় পদকে বিশেষণ করে কর্মধারয় তৎপুরুষ।

1.14 দুটি সরল বাক্য যখন সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয় তখন তাকে বলে —
(A) জটিল বাক্য

(B) যৌগিক বাক্য

(C) মিশ্র বাক্য

(D) নির্দেশক বাক্য

Correct Answer: (B) যৌগিক বাক্য

Solution:
ব্যাখ্যা: যখন দুটি বা ততোধিক সরল বাক্য সংযোজক অব্যয় (যেমন— এবং, কিন্তু, অথবা, কিংবা ইত্যাদি) দ্বারা যুক্ত হয়, তখন সেই বাক্যকে বলা হয় যৌগিক বাক্য।
উদাহরণ: আমি পড়ি এবং সে লেখে।
অতএব, সঠিক উত্তর হলো যৌগিক বাক্য।

Quick Tip

সংযোজক অব্যয় + একাধিক সরল বাক্য যৌগিক বাক্য।

1.15 “ফেলে আসা দিনগুলি আমার মনে পড়ে গেল।” — বাক্যটি হল —
(A) সরল বাক্য

(B) জটিল বাক্য

(C) যৌগিক বাক্য

(D) মিশ্র বাক্য

Correct Answer: (A) সরল বাক্য

Solution:
ব্যাখ্যা: উক্ত বাক্যটিতে একটিমাত্র কর্তা ও একটিমাত্র ক্রিয়া রয়েছে এবং কোনো উপবাক্য নেই। অতএব, এটি একটি সরল বাক্য।

Quick Tip

একটি কর্তা ও একটি ক্রিয়া থাকলে সরল বাক্য।

1.16 যে বাক্যে কর্ম প্রধান হয়ে ওঠে তাকে বলে —
(A) কর্তৃবাচ্য

(B) কর্মবাচ্য

(C) ভাববাচ্য

(D) কর্মকর্তৃবাচ্য

Correct Answer: (B) কর্মবাচ্য

Solution:
ব্যাখ্যা: যে বাক্যে কর্তার পরিবর্তে কর্মটি মুখ্য হয়ে ওঠে এবং কর্তা গৌণ বা অপ্রকাশিত থাকে, তাকে ব্যাকরণে কর্মবাচ্য বলা হয়।
উদাহরণ: চিঠিটি লেখা হয়েছে।

Quick Tip

কর্ম প্রধান হলে কর্মবাচ্য।

1.17 “তোমার গল্প আমি ছাপিয়ে দেব।” — উক্তিটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?
(A) কর্তৃবাচ্য

(B) কর্মকর্তৃবাচ্য

(C) কর্মবাচ্য

(D) ভাববাচ্য

Correct Answer: (A) কর্তৃবাচ্য

Solution:
ব্যাখ্যা: এই বাক্যে কর্তা “আমি” নিজে কাজটি করছে — অর্থাৎ গল্প ছাপানো। কর্তা যখন নিজে কাজ সম্পাদন করে, তখন সেই বাক্যকে বলা হয় কর্তৃবাচ্য।

Quick Tip

কর্তা নিজে কাজ করলে কর্তৃবাচ্য।

2.11 “কী আশ্চর্য! চাষকে জবাই করলো!” — বক্তাটির চাষকে জবাই করার কারণ কী?

Correct Answer: চাষ আর্থিক দুরবস্থা ও ঋণের চাপে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সেই চরম অসহায়তা ও ক্ষোভ থেকেই চাষকে জবাই করার ঘটনা ঘটে।

Solution:
ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত অংশে বক্তার বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে। চাষের জীবনে দীর্ঘদিনের শোষণ, দারিদ্র্য ও অপমান তাকে এই চরম পথে ঠেলে দেয়। সামাজিক অবিচারই এর মূল কারণ।

Quick Tip

বক্তার বিস্ময় প্রকাশ + দীর্ঘদিনের শোষণ ও সামাজিক অবিচার □ চরম প্রতিক্রিয়া।

2.12 অঘোরের বয়স কত?

Correct Answer: অঘোরের বয়স বারো বছর।

Solution:
ব্যাখ্যা: গল্পের বর্ণনায় অঘোরকে কিশোর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তার বয়স বারো বছর বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

Quick Tip

গল্পে অঘোরের বয়স বারো বছর উল্লেখ থাকায় তাকে কিশোর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

2.13 "এই জীবন মৃত্যুর শব্দ শুনিতে শুনিতে সর্বাঙ্গ অবশ, অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।" — কোন 'জীবন মৃত্যুর শব্দ' শুনিতে শুনিতে অবসন্ন হইয়া আসিতেছে?

Correct Answer: চারপাশের নিরন্তর হাহাকার, যুদ্ধ ও মৃত্যুর আতঙ্কের শব্দ।

Solution:
ব্যাখ্যা: এখানে 'জীবন মৃত্যুর শব্দ' বলতে মানুষের কান্না, আর্তনাদ ও মৃত্যুসংবাদকে বোঝানো হয়েছে, যা দীর্ঘদিন শুনতে শুনতে মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে অবসন্ন হয়ে পড়ছে।

Quick Tip

'জীবন মৃত্যুর শব্দ' □ মানুষের কান্না, আর্তনাদ ও মৃত্যুসংবাদ।

2.14 "মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।" — হাসি গোপন করার কারণ কী?

Correct Answer: পরিস্থিতির গুরুত্ব ও শালীনতা বজায় রাখার জন্য সে হাসি গোপন করেছিল।

Solution:
ব্যাখ্যা: উক্ত অবস্থায় হাসি প্রকাশ করলে তা অসম্মানজনক হতো। তাই চরিত্রটি মুখ ফিরিয়ে নিজের হাসি আড়াল করে।

Quick Tip

অনুপযুক্ত পরিস্থিতিতে হাসি □ অসম্মানজনক বলে তা আড়াল করা হয়।

2.15 "সারা বাড়িতে সোরগোল উঠিয়া যায়।" — কী নিয়ে সোরগোল পড়ে?

Correct Answer: হঠাৎ ঘটে যাওয়া অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা গুরুত্বপূর্ণ খবরকে কেন্দ্র করে সোরগোল পড়ে।

Solution:
ব্যাখ্যা: গল্পে আকস্মিক কোনো ঘটনা ঘটলে বাড়ির সবাই চমকে ওঠে এবং তার ফলেই চারদিকে সোরগোল শুরু হয়।

Quick Tip

গল্পে আকস্মিক ঘটনা ঘটলে □ সবাই চমকে ওঠে ও সোরগোল শুরু হয়।

2.21 “পড়াশোনা এই মতো”— একথাটি মানে কত সময়?

Correct Answer: অল্প সময় / সামান্য সময়।

Solution:
ব্যাখ্যা: “এই মতো” কথাটির অর্থ হলো খুব বেশি নয়, সামান্য বা যতটুকু প্রয়োজন। অতএব, “পড়াশোনা এই মতো” বলতে বোঝায়— খুব বেশি পড়াশোনা নয়, অল্প সময় পড়াশোনা।

Quick Tip

“এই মতো” □ খুব বেশি নয়, অল্প বা যতটুকু প্রয়োজন।

2.22 “ক্ষমা করো”— এই উক্তির মধ্যে দিয়ে কবি কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

Correct Answer: অনুশোচনা ও বিনয়ের মনোভাব।

Solution:
ব্যাখ্যা: “ক্ষমা করো” উক্তির মাধ্যমে কবি নিজের ভুল স্বীকার করে অনুশোচনা, বিনয় ও আত্মসমালোচনার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। এটি কবির মানবিক ও সংবেদনশীল মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

Quick Tip

“ক্ষমা করো” উক্তি □ কবির অনুশোচনা, বিনয় ও আত্মসমালোচনার প্রকাশ।

2.21 “পড়াশোনা এই মতো”— একথাটি মানে কত সময়?

Correct Answer: অল্প সময় / সামান্য সময়।

Solution:
ব্যাখ্যা: “এই মতো” কথাটির অর্থ হলো খুব বেশি নয়, যতটুকু দরকার ততটুকু। অতএব “পড়াশোনা এই মতো” বলতে বোঝায় অল্প সময় পড়াশোনা করা।

Quick Tip

“এই মতো” □ খুব বেশি নয়, যতটুকু দরকার ততটুকু।

2.22 “ক্ষমা করো”— এই উক্তির মধ্যে দিয়ে কবি কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

Correct Answer: অনুশোচনা ও বিনয়ের মনোভাব।

Solution:
ব্যাখ্যা: “ক্ষমা করো” উক্তির মাধ্যমে কবি নিজের ভুল স্বীকার করে অনুশোচনা ও বিনয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

Quick Tip

“ক্ষমা করো” উক্তি □ কবির অনুশোচনা ও বিনয় প্রকাশ।

2.23 “পথশিশু, ধীরপদ চলো,” — এই ‘ধীরপদ’-এর পরিচয় দাও।

Correct Answer: ধীরপদ একজন পথশিশু।

Solution:
ব্যাখ্যা: ধীরপদ গল্পে এক দরিদ্র, অসহায় পথশিশু হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, যে সমাজের অবহেলা ও দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হচ্ছে।

Quick Tip

ধীরপদ দরিদ্র ও অসহায় পথশিশু, সমাজের অবহেলার শিকার।

2.24 “সমস্ত সমতল ধরে উঠিল ধোঁয়া”— আগুন ধরার কারণ কী?

Correct Answer: শুকনো খড় ও দাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে আগুন লাগে।

Solution:
ব্যাখ্যা: গল্পে বা বর্ণনায় দেখা যায়, চারপাশে শুকনো ও দাহ্য বস্তু থাকায় সামান্য আগুন থেকেই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং ধোঁয়ায় ভরে যায় চারদিক।

Quick Tip

চারপাশে শুকনো ও দাহ্য বস্তু থাকলে সামান্য আগুনেই দ্রুত আগুন ছড়ায়।

2.25 “আমাদের পথ নেই আর—তাহলে আমাদের কী করণীয়?”

Correct Answer: নতুন পথ খুঁজে নেওয়া এবং সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া।

Solution:
ব্যাখ্যা: এই উক্তির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে যখন প্রচলিত পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন হতাশ না হয়ে নতুন পথ ও সমাধান খুঁজে নেওয়াই মানুষের করণীয়।

Quick Tip

প্রচলিত পথ বন্ধ হলে হতাশ না হয়ে নতুন পথ ও সমাধান খুঁজে নেওয়া উচিত।

2.26 “তুমি সরল, আমি দুর্বল। তুমি সাথী, আমি ভীতু”— এখানে ‘তুমি’ বলতে লেখক আসলে কাকে ইঙ্গিত করেছেন?

Correct Answer: মানুষের অন্তরের সরল ও নির্ভীক সত্তাকে।

Solution:
ব্যাখ্যা: এখানে ‘তুমি’ শব্দটি সরাসরি কোনো ব্যক্তিকে নয়, বরং মানুষের ভেতরের সরলতা, সাহস ও নৈতিক শক্তিকে প্রতীকীভাবে নির্দেশ করেছে। লেখক নিজের দুর্বলতার বিপরীতে এই শক্ত সত্তাকে সামনে এনেছেন।

Quick Tip

গদ্যে ‘তুমি’ অনেক সময় প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়—এটি মনে রাখো।

2.27 “শিশু কাঁদে কেমন গলায় ফুটিয়া ওঠে,”— তাকে কী বলে?

Correct Answer: কাতর আর্তনাদ।

Solution:
ব্যাখ্যা: শিশুর কান্নার বর্ণনায় এখানে গভীর কষ্ট ও বেদনাবোধ প্রকাশ পেয়েছে। এই ধরনের কান্নাকে বলা হয় কাতর আর্তনাদ।

Quick Tip

কান্না + বেদনা + অসহায়তা = কাতর আর্তনাদ।

2.28 “বিজ্ঞান চর্চা এখনও নানা সংস্কার বাধা আছে”— কোন বিষয়ে এখনও বাধা আছে?

Correct Answer: বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বাধা।

Solution:
ব্যাখ্যা: লেখক এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে সমাজে এখনো নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস বিদ্যমান, যা বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

Quick Tip

বিজ্ঞানচর্চার প্রধান বাধা = কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস।

2.29 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস সমিতির সঙ্গে কারা কাজ করেছিলেন?

Correct Answer: নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

Solution:
ব্যাখ্যা: নীরদচন্দ্র চৌধুরী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ইতিহাসচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

Quick Tip

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় + ইতিহাস সমিতি নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

2.41 অনুক্ত কর্তা কাকে বলে?

Correct Answer: যে কর্তা বাক্যে প্রকাশিত হয় না, তাকে অনুক্ত কর্তা বলে।

Solution:
ব্যাখ্যা: যে বাক্যে কর্তা বোঝা যায় কিন্তু সরাসরি উল্লেখ থাকে না, সেই কর্তা ব্যাকরণে অনুক্ত কর্তা নামে পরিচিত।
উদাহরণ: খাওয়া হয়ে গেছে। — এখানে কর্তা অনুক্ত।

Quick Tip

কর্তা বোঝা যায় কিন্তু লেখা নেই অনুক্ত কর্তা।

2.42 জন জনে নিঃস্বয় করেছে— ‘নিঃস্বয়’ পদটি কী জাতীয় কর্ম?

Correct Answer: প্রযোজ্য কর্ম।

Solution:
ব্যাখ্যা: এখানে 'নিঃস্বয় করা' অর্থাৎ কাউকে নিঃস্ব করা— কর্তা অন্যকে কাজ করাচ্ছে। তাই এটি প্রযোজ্য কর্ম।

Quick Tip

কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে প্রযোজ্য কর্ম।

2.43 "আকাশবাণী"— সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।

Correct Answer: ব্যাসবাক্য: আকাশ থেকে আগত বাণী।
সমাসের নাম: ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

Solution:
ব্যাখ্যা: এখানে 'আকাশের বাণী' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ষষ্ঠী বিভক্তির ভাব প্রকাশ পাওয়ায় এটি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

Quick Tip

'কার/এর' অর্থ থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

2.44 দ্বিগু সমাসের একটি উদাহরণ দাও।

Correct Answer: ত্রিলোক।

Solution:
ব্যাখ্যা: যে সমাসে প্রথম পদটি সংখ্যাবাচক হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। 'ত্রি + লোক = ত্রিলোক' — এখানে 'ত্রি' সংখ্যাবাচক।

Quick Tip

সংখ্যাবাচক প্রথম পদ দ্বিগু সমাস।

2.45 অলাপ সমাস কাকে বলে?

Correct Answer: যে সমাসে সম্বোধনসূচক ভাব প্রকাশ পায়, তাকে অলাপ সমাস বলে।

Solution:
ব্যাখ্যা: অলাপ সমাসে কাউকে ডাকা বা সম্বোধনের ভাব থাকে। যেমন: হে রাজা রাজা (অলাপ সমাস)।

Quick Tip

সম্বোধনের ভাব থাকলে অলাপ সমাস।

2.46 বাক্য নির্ণয়ের শর্তগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

Correct Answer: বাক্য নির্ণয়ের প্রধান শর্ত তিনটি।

Solution:
ব্যাখ্যা: বাক্য হতে হলে—

- ভাবের সম্পূর্ণতা থাকতে হবে
- কর্তা ও ক্রিয়া থাকতে হবে
- শব্দগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকতে হবে

Quick Tip

ভাবের সম্পূর্ণতা + কর্তা + ক্রিয়া = বাক্য।

2.47 “হয় বাংলা পড়ো, নয় ইংরেজি পড়ো”— যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করো।

Correct Answer: বাংলা পড়ো অথবা ইংরেজি পড়ো।

Solution:
ব্যাখ্যা: ‘হয়—নয়’ দ্বারা বিকল্প বোঝালেও এটি মিশ্র রূপ। সংযোজক অব্যয় ‘অথবা’ ব্যবহার করলে এটি যৌগিক বাক্য হয়।

Quick Tip

দুটি সরল বাক্য + সংযোজক অব্যয় □ যৌগিক বাক্য।

2.48 আবেগসূচক বাক্যের একটি উদাহরণ দাও।

Correct Answer: হায়! কী ভয়ংকর দুর্ঘটনা!

Solution:
ব্যাখ্যা: যে বাক্যে আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময়, ভয় ইত্যাদি আবেগ বা অনুভূতি প্রকাশ পায়, তাকে আবেগসূচক বাক্য বলে।

Quick Tip

আহা, হায়, বাহ্ ইত্যাদি থাকলে □ আবেগসূচক বাক্য।

2.49 “বাড়িতে খবর দিয়েছেন।” — কর্মবাচ্যে রূপান্তর করো।

Correct Answer: বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে।

Solution:
ব্যাখ্যা: মূল বাক্যে কর্তা স্পষ্ট ছিল। কর্মবাচ্যে রূপান্তর করলে কর্মটি প্রধান হয় এবং কর্তা গৌণ বা অনুক্ত থাকে।

Quick Tip

কর্তা গৌণ + কর্ম প্রধান □ কর্মবাচ্য।

2.50 কর্মকর্তৃবাচ্যের একটি উদাহরণ দাও।

Correct Answer: আমি তাকে বইটি পড়ালাম।

Solution:
ব্যাখ্যা: যে বাক্যে কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করায়, সেই বাক্যকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। এখানে 'আমি' অন্যকে (তাকে) কাজ করাচ্ছে।

Quick Tip

কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে কর্মকর্তৃবাচ্য।